اللهم بلغنا

رمضان

সিয়াম ও ঈদ

সংক্রান্ত

সংক্ষিপ্ত মাসায়েল

মূল: শায়খ হায়ছাম বিন মুহাম্মদ জামিল সারহান
মুদাররিস, মাসজিদে নববী।

অনুবাদ: শায়খ ড. কাওছার এরশাদ মাহমুদ
মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

بسم الله الرحمن الرحيم

معنى الصيام-সিয়ামের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ: বিরত থাকা।

শরিয়াতের পরিভাষায়: সুবহে সাদিক (ফজর উদিত হওয়া) হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সিয়াম ভঙ্গ করে এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করাকে সিয়াম বলে।

أركان الصيام -সিয়ামের রুকনসমূহ

সিয়ামের রুকন ২ টি:

১. নিয়্যাত করা।

২. সিয়াম ভঙ্গ করে এমন সকল কাজ থেকে বিরত থাকা।

أقسام النية في الصيام- সিয়াম পালনে নিয়্যাতের বিভাজন

ফরয সিয়ামের নিয়্যাত: ফরয সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রাত্রে নিয়্যাত করা আবশ্যক।

কারো মতে, রমজান মাসের শুরুতে একবার নিয়্যাত করলে পুরো মাসের জন্য যথেষ্ট হবে।

নফল সিয়ামের নিয়্যাত: সিয়াম ভঙ্গ করার পূর্ব পর্যন্ত দিনের যে কোন সময় নিয়্যাত করার মাধ্যমে নিয়্যাত পরিশুদ্ধ হবে। তবে যে সময় নিয়্যাত করবে তখন থেকে ছওয়াব পরিগণিত হবে।

أقسام الصيام- সিয়ামের প্রকারভেদ

সিয়াম ২ প্রকার:

১. ওয়াজিব তথা রমাযান মাসের সিয়াম, কাফফারার সিয়াম, মানতের সিয়াম।

২. নফল।

شروط وجوب صيام رمضان
রমাযান মাসে সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

১. মুসলিম হওয়া ২.জ্ঞানবান হওয়া ৩. বালেগ হওয়া ৪. মুকীম হওয়া (মুসাফির ব্যক্তির জন্য সিয়াম পালন ওয়াজিব নয়। তবে মুসাফির ব্যক্তির সিয়াম পালন করা উত্তম হবে, যদি তার নিকট কষ্টকর না হয়) ৫. সুস্থ থাকা ৬. হায়েজ এবং নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

المرضى في الصيام-অসুস্থ ব্যক্তির সিয়াম পালন

সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তির ২ ধরনের অবস্থা বিদ্যমান:

১. এমন অসুস্থ যা হতে সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না। যেমন: সিয়াম পালন হতে অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তি, তার জন্য সিয়াম পালন আবশ্যক নয়।

বরং সে প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে।

২। এমন অসুস্থ যা হতে সুস্থ হওয়ার আশা করা যায়, এবং তার জন্য সিয়াম পালন করা কষ্টসাধ্য। যেমন: ঋতুবতী মহিলা, সন্তান প্রসব পরবর্তী অপবিত্র মহিলা, দুগ্ধপান কারিনী মহিলা এবং মুসাফির। এদের প্রত্যেকে সুস্থ হওয়ার পর সিয়াম কাযা আদায় করবে। আর আরোগ্য লাভের পূর্বে যদি মারা যায় তাহলে সে সিয়াম পালনের হুকুম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

بم يثبت دخول الشهر
কোন পদ্ধতিতে রমাযান মাস সাব্যস্ত হয়?

রমাযান মাস সাব্যস্ত হয় ২ পদ্ধতিতে:

১. রমাযান মাসের নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে।

২. শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

مفسدات الصيام-সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

১. সিয়ামরত অবস্থায় স্বস্মরণে স্বেচ্ছায় পানাহার করা। তবে যদি কেউ ভূলবশতঃ পানাহার করে, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে।

২. সিয়াম ফরয থাকা অবস্থায় দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা। এরূপ পরিস্থিতিতে তার জন্য কাফফারা আদায় আবশ্যক।

কাফফারার বিবরণ: সক্ষম হলে গোলাম আযাদ করা,যদি তা সম্ভব না হয়, তবে এক টানা দু' মাস সিয়াম পালন করা, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করা।

৩. মিলন ব্যতিত অন্য যে কোন পন্থায় বীর্যপাত ঘটানো। যেমন: স্ত্রীকে চুম্বন করা বা জরিয়ে ধরা ইত্যাদি।

৪.খাবার জাতীয় কোন কিছু শরীরে গ্রহণ করা। যেমন: শক্তি বর্ধন ইনজেকশন।

৫.সিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা। তবে রক্ত পরীক্ষার জন্য অল্প রক্ত বের করাতে সিয়াম নষ্ট হয়না।

৬.ইচ্ছা কৃতভাবে বমন করা।

৭.হায়েয নেফাসের রক্ত বের হওয়া।

مستحبات الصيام-সিয়ামের সুন্নতসমূহ

১.সাহারী খাওয়া।

২.বিলম্বে সাহারী খাওয়া।

৩.সূর্যাস্ত মাত্রই দ্রুত ইফতার করা।

৪.কাঁচা অথবা পাকা খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা। যদি এগুলো

না পাওয়া যায়,তবে অন্তরে ইফতারের নিয়্যাত করা।
৫.ইফতারের সময় দু'আ করা।
৬.রমযান মাসে বেশি বেশি সাদকা করা।
৭.রাতের ছালাত আদায় করা।
৮.কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করা।
৯.ক্বদরের রাত্রি অন্বেষণ করা।
১০.সিয়াম পালন কারীকে গালি-গালাজ করা হলে সে বলবে আমি সিয়াম পালন কারী।
১১.উমরা পালন করা।
১২.রমাযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করা

مكروهات ومباحات الصيام- সিয়ামের মুবাহ ও মাকরুহসমূহ

মাকরুহ:

১.কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করা।
২.বিনা প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ নেওয়া।

মুবাহ:

সিয়াম পালন কারীর জন্য বৈধ হলো থুথু গিলে ফেলা, প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা, গোসল করা, মিসওয়াক করা, সুগন্ধী ব্যবহার করা।

محرمات الصيام-সিয়াম পালন কারীর জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

১.সিয়াম পালন কারী শ্লেষা গিলা নিষেধ, তবে তা সিয়াম নষ্ট করবেনা।
২.যে ব্যক্তি তার সিয়াম নষ্টের ব্যপারে নিরাপদ নয়, তার জন্য স্ত্রী চুম্বন করা নিষেধ।
৩.মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।
৪.বিরতিহীনভাবে দু'দিন সিয়াম পালন করা নিষেধ।

صيام النفل-নফল সিয়াম

১.রমাযান মাসের সিয়াম পালন কারীর জন্য শাওয়াল মাসের ছয় দিন সিয়াম পালন করা।
২.যারা হজ্জ্ব পালন করবেনা তাদের জন্য আরাফাত দিবসের সিয়াম পালন করা।
৩.মুহাররম মাসের ৯ এবং ১০ তারিখ আশুরার সিয়াম পালন করা।
৪.সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা।
৫.প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা। তবে মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫

তারিখ সিয়াম পালন করা উত্তম।
৬.একদিন সিয়াম পালন করা ও আরেকদিন সিয়াম থেকে বিরত থাকা।
৭.মুহাররম মাসের সিয়াম পালন করা।
৮.জ্বিলহজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিন সিয়াম পালন করা।
৯.শাবান মাসে সিয়াম পালন করা। তবে পুরো শাবান মাস সিয়াম পালন করা যাবেনা।

الصيام المكروه

সিয়াম পালন করা মাকরুহ এমন দিবসসমূহ

১. এককভাবে বুধবার অথবা এককভাবে শনিবার সিয়াম পালন করা মাকরুহ। কিন্ত কোন কোন কারণ বশতঃ শুধু শুক্রবার অথবা শুধু শনিবার সিয়াম পালন করতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন: আরাফার সিয়াম।

الصيام المحرم

সিয়াম পালন নিষিদ্ধ এমন দিবসসমূহ

১. আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে করে রজব মাসে সিয়াম পালন করা।
২. সন্দেহের দিন সিয়াম পালন করা। যদি ঐ দিন গুলোতে সিয়াম পালনে পূর্ব থেকে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।
৩. দু'ঈদের দিন সিয়াম পালন করা।
৪.তাশরিকের দিন সিয়াম পালন; যারা হাদী পায়না তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য তাশরিকের দিন গুলোতে সিয়াম পালন করা।
৫. সারা বছর সিয়াম পালন করা।
* কাযা সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মুস্তাহাব। ঈদের পরের দিন হতে কাযা সিয়াম পালনের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। পরবর্তী রমাযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয নেই। এর পরও যদি কেউ কোন ওযর ছাড়াই বিলম্ব করে, তবে তার কাযা দিন গুলির অতিরিক্ত সিয়াম আদায় করবে না, তবে সে বিলম্বিত করার কারনে পাপিষ্ঠ হবে।

زكاة الفطر-যাকাতুল ফিতর

রমজানের শেষ দিন মুসলিম অবস্থায় যার উপর সূর্যাস্ত হয় তার জন্য ফিতরা ওয়াজিব।

الحكمة منها

যাকাতুল ফিতরকে শরীয়ত বিধিবদ্ধ করার হিকমত

১. সিয়াম পালনকারীর বেহুদা কথাবার্তা ও অশ্লীলতা থেকে সিয়ামকে পবিত্র করা।

২. ঈদের দিন ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মিসকীনদের বিমূখ রাখা।

وقت إخراجها -ফিতরা বের করার সময়

১. ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে ফিতরা বের করা জায়েয।
২. ঈদের দিন ফরজ সলাতের পর এবং ঈদের সলাতের পূর্বে ফিতরা প্রদান করা মুস্তাহাব।
৩. ঈদের সলাতের পর ফিতরা বের করা হারাম।

مقدارها-ফিতরার পরিমাণ

মানুষ যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলো থেকে এক সা পরিমাণ খাদ্য যাকাতুল ফিতর আদায় করবে।
*নগদ টাকা পয়সা দিয়ে ফিতরা আদায় যথেষ্ট হবে না।

صلاة العيد-ঈদের সালাত

ঈদের সালাত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠার পর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঈদের সালাত আদায় করবে। ঈদের সালাত কারো ছুটে গেলে কাযা আদায় করা যাবে না। ঈদের সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো; ফাকা মাঠে আদায় করা। তবে মসজিদে আদায় করা জায়েয রয়েছে। ঈদের সালাতের পূর্বে বিজোর সংখ্যার খেজুর খাবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে, সুন্দর পোশাক পরিধান করবে।
এর পর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যাবে এবং সালাত শেষে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসবে। ঈদের দিন تقبل الله منا ومنكم এ বাক্যের মাধ্যমে একে অপরের মাঝে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে। ঈদের রাত্রে এবং ঈদের দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত।

তাকবীরের বিধান

الله اكبر ، الله أكبر ، لا اله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد

সালাতের বিবরণ

ঈদের দু'রাকাত সলাত খুতবার আগে আদায় করবে। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত প্রথম রাকাআতে সাত তাকবীর এবং তাকবীরাতুল কিয়াম ব্যতীত দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তাকবীর দিয়ে দু' রাকাআত সালাত আদায় করবে।